ইত্তেফাক

তারিখ ... 12.1.80 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 কলাম ... 8 ... ...

"প্রসঙ্গ ঃ খাল বন্ধ"

দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যে দেশের রাষ্ট্রপতি খাল কাটার আহ্বান জানাইয়াছেন, সেই দেশেরই এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি চালু খাল বন্ধ করিয়া দিয়া প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমি জলমগ্ন করিয়া রাখার ঘটনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক।

ঘটনাটি ঘটিয়াছে ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত ডুমাইল ইউনিয়নে।

উক্ত ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর বাওড়ের পানি নিকাশনের জন্য পাকিস্তান আমলে সরকারী প্রচেষ্টায় এবং সরকারী অর্থে নিশ্চিন্তপুর বাওড় হইতে উত্তরে ফুরশলী নদী পর্যন্ত একটি খাল খনন করা হইয়াছিল। উক্ত খাল খননের ফলে নিশ্চিন্তপুর, ভেল্লাকান্দি, রাজধরপুর, লক্ষ্মীপুর এবং গড়িয়াদহ গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিশ্চিন্তপুর বাওড় এবং তৎসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের প্রায় ৪ হাজার বিঘা জমি চাষাবাদের আওতায় আসে এবং ঐ সকল জমিতে ধান, পাট এবং রবি ফসল উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর পরই একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে উক্ত খালটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশ্য পরে সরকারী নির্দেশে খালটি পুনরায় কাটিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বৎসর খালটি পুনরায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার ফলে নিশ্চিন্তপুর বাওড় এবং তৎসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলের অন্ততঃ চার হাজার বিঘা জমি জলমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এই বৎসর এই নিম্নভূমিতে জলাবদ্ধতার দরুন রবি ফসল বপন করা সম্ভব হয় নাই এবং অবিলম্বে পানি নিকাশিত না হইলে খারিফ মৌসুমে ধান এবং পাট বপন করাও সম্ভব হইবে না। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড অনিবার্যভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন এই যে, নিশ্চিন্তপুর বাওড়ের পানি নিষ্কাশনের জন্য অবৈধভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া খালটি অবিলম্বে কাটিয়া দিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষককুলকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা হউক।

নিশ্চিন্তপুর বাওড় এলাকার জনগণের পক্ষে মোঃ আবদুর রাজ্জাক, গ্রাম ভেল্লাকান্দি, পোঃ [illegible] – জিলা – ফরিদপুর।